IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শিরোনাম – ভারতের পুরাতন (এনইপি-১৯৮৬) এবং নতুন শিক্ষা নীতির (এনইপি-২০২০) তুলনামূলক অধ্যয়ন

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, ব্যারাকপুর রোড, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২১

গবেষকের নাম- বিপ্লব চক্রবর্তী

যোগাযোগ নম্বর -৯৮৭৪৪৪৬৩৯৫/৮০১৩৯৯৪১০১

সুপারভাইজারের নাম:- ডাঃ জয়তি মাইতি

শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-সুপারভাইজার:- ডঃ প্রার্থিতা বিশ্বাস

অধ্যক্ষ, জঙ্গিপুর কলেজ (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী অনুমোদিত কলেজ), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ

বিমূর্ত-

শিক্ষা ব্যবস্থা নাগরিকদের মধ্যে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতে, উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে এবং সমাজের গতিশীল চাহিদাগুলির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য শিক্ষা নীতিগুলি বছরের পর বছর ধরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করছে। এই গবেষণাপত্রটি ভারতে পুরানো এবং নতুন শিক্ষা নীতির (এনইপি-২০২০) একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন উপস্থাপন করে। এটির লক্ষ্য হল উভয় নীতির মূল বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করা, তাদের মিল, পার্থক্য এবং ভারতীয় শিক্ষার ল্যান্ডস্কেপের উপর সম্ভাব্য প্রভাব তুলে ধরা।

মূলশব্দ :- শিক্ষা নীতি, নতুন শিক্ষা নীতি, এনইপি২০২০, তুলনামূলক অধ্যয়ন,

১। ভূমিকা

১.১ পটভূমি – ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়িত বিশ্বের চাহিদা মেটাতে সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে বাস্তবায়িত পুরানো শিক্ষানীতি দেশে শিক্ষাগত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। যাইহোক, ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, ভারত সরকার ২০২০ সালে নতুন শিক্ষা নীতি প্রবর্তন করে। এই নীতির লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তি, নমনীয়তা এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তর করা। এই গবেষনাটি পুরানো এবং নতুন শিক্ষা নীতিগুলির একটি গভীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করে, পরীক্ষা করে তাদের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, শক্তি, সীমাবদ্ধতা, এবং সম্ভাব্য প্রভাবকে।

১.২ গবেষণা উদ্দেশ্য –

এই গবেষণাপত্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

- ভারতের পুরানো এবং নতুন শিক্ষা নীতিগুলির মূল বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করা।
- উভয় নীতির শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করা।
- পুরানো এবং নতুন শিক্ষা নীতির পদ্ধতি, কৌশল এবং সুযোগের তুলনা এবং বৈসাদৃশ্য করা।
- ভারতীয় শিক্ষার ভূখণ্ডে নতুন শিক্ষা নীতির সম্ভাব্য প্রভাব এবং ফলাফল মূল্যায়ন করা।
- নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- গবেষণার জন্য উন্নতি এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ পদ্ধতি-

এই গবেষণাপত্রটি একটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি নিয়োগ করে। এটি পণ্ডিত নিবন্ধ, সরকারী প্রতিবেদন, নীতি নথি, এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষামূলক সাহিত্যের একটি ব্যাপক সাহিত্য পর্যালোচনা জড়িত। অধ্যয়নটি তাদের মূল বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, শক্তি, সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য প্রভাবের উপর ভিত্তি করে পুরানো এবং নতুন শিক্ষা নীতিগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং বিষয়ভিত্তিক সংশ্লেষণের মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ করা হবে। ফলাফলগুলি বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হবে।

২. পুরাতন শিক্ষা নীতি

২.১ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট- ১৯৮৬ সালে বাস্তবায়িত পুরানো শিক্ষা নীতি, যার লক্ষ্য ছিল সমান শিক্ষার সুযোগ প্রদান, জাতীয় সংহতি উন্নীত করা এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা। এটি সমস্ত স্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ, অ্যাক্সেস এবং মান উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

২.২ মূল বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য - পুরানো শিক্ষা নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমূলকীকরণ এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া। এর উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, এবং শিক্ষায় প্রবেশাধিকার প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা এবং গুণমান নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত।

২.৩ শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা - পুরানো শিক্ষা নীতি ভারতে শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রবেশাধিকারের উন্নতি এবং লিঙ্গ ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। এটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের উন্নয়নে জোর দিয়েছে। যাইহোক, সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শৈশব শিক্ষার প্রতি অপর্যাপ্ত মনোযোগ, একটি রোট শেখার সংস্কৃতি এবং পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়নে সীমিত নমনীয়তা।

২.৪ প্রভাব এবং ফলাফল – পুরানো শিক্ষা নীতির কারণে তালিকাভুক্তির হার বেড়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং দক্ষ পেশাদার তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাইহোক, কম শিক্ষার ফলাফল, আঞ্চলিক বৈষম্য এবং সীমিত কর্মসংস্থানের মতো চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে।

৩। নতুন শিক্ষা নীতি

৩.১ ভূমিকা এবং প্রসঙ্গ – ২০২০ সালে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা নীতির লক্ষ্য হল মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাতা, বহুবিভাগীয় শিক্ষা, এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতার প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটানো। এটি ২১ শতকের চাহিদা মেটাতে শিক্ষার ল্যান্ডস্কেপ রূপান্তর করার লক্ষ্য রাখে।

৩.২ মূল বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য – নতুন শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে একটি ৫+৩+৩+৪ পাঠ্যক্রমের কাঠামো প্রবর্তন, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, প্রযুক্তির একীকরণ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নমনীয় পদ্ধতি। উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শৈশব শিক্ষার সর্বজনীনীকরণ, মৌলিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করা, বহুবিভাগীয় শিক্ষার প্রচার এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উ□সাহিত করা।

৩.৩ তা□পর্য এবং উদ্ভাবন- নতুন শিক্ষা নীতি একটি শিক্ষানবিশ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সামগ্রিক উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি কলা, বিজ্ঞান এবং বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির একীকরণকে উন্নীত করে যাতে ভালভাবে পরিপূর্ণ ব্যক্তিদের লালন করা হয়। নীতিটি শিক্ষাগত ফলাফল বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল শিক্ষার তাত্পর্যকেও স্বীকৃতি দেয়।

৩.৪ সম্ভাব্য সুবিধা এবং উদ্বেগ- নতুন শিক্ষা নীতিতে শেখার ফলাফল বাড়ানো, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতাকে উন্নীত করার এবং নিয়োগযোগ্যতা দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়নে নমনীয়তাকে উ□সাহিত করে, যার ফলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদা মিটমাট করা যায়। যাইহোক, উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ, সম্পদ বরাদ্দ এবং শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা।

৪। তুলনামূলক বিশ্লেষণ -

4.1 সাধারণ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য - ভারতে পুরানো এবং নতুন উভয় শিক্ষা নীতিই সাধারণ লক্ষ্যগুলি ভাগ করে যেমন শিক্ষায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করা এবং শিক্ষার মান উন্নত করা। উভয় নীতিরই লক্ষ্য একটি দক্ষ কর্মশক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উন্নীত করা এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশকে লালন করা।

4.2 দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশলগুলির মধ্যে মিল - উভয় নীতিই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের উপর ফোকাস করে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। তাদের লক্ষ্য সামাজিক বৈষম্য মোকাবেলা করা, শেখার ফলাফল উন্নত করা এবং স্নাতকদের কর্মসংস্থান বাড়ানো।

4.3 ব্যাপ্তি এবং বাস্তবায়নের পার্থক্য - নতুন শিক্ষা নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পুনর্গঠিত পাঠ্যক্রম কাঠামো, বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, প্রযুক্তির একীকরণ এবং মূল্যায়নে নমনীয়তা। এটি বহু-বিভাগীয় শিক্ষা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করে পুরানো নীতির সীমাবদ্ধতাগুলিকে মোকাবেলা করার লক্ষ্য রাখে। নতুন নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন স্তরে স্টেকহোল্ডারদের জড়িত একটি পদ্ধতিগত রূপান্তর প্রয়োজন।

4.4 প্রভাব এবং ফলাফলের মূল্যায়ন- যদিও পুরানো শিক্ষা নীতি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং প্রবেশাধিকারে অবদান রেখেছিল, শেখার ফলাফলের উপর প্রভাব একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে। নতুন শিক্ষানীতি মৌলিক শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সম্ভাবনা রাখে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, এবং নিয়োগযোগ্যতার

দক্ষতা। নতুন নীতির প্রকৃত প্রভাব এবং ফলাফলের জন্য আগামী বছরগুলিতে সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে।

৫. প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ

5.1 সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব – নতুন শিক্ষা নীতিতে দক্ষ কর্মী বাহিনী লালন-পালন, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তাকে উ□সাহিত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আনার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি দ্রুত বিকশিত বিশ্বেক ল্যান্ডস্কেপের প্রয়োজনগুলিকে মোকাবেলা করে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

5.2 বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ – নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা সহ বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে। ডিজিটাল বিভাজন মোকাবেলা করা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষায় ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

5.3 স্টেকহোল্ডারদের জন্য সম্ভাব্য সুবিধা – নতুন শিক্ষা নীতি ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগকর্তা সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য সম্ভাব্য সুবিধা প্রদান করে। এটির লক্ষ্য একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা যা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা এবং নিয়োগযোগ্যতা দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে।

৬. পুরাতন এবং নতুন শিক্ষা নীতির তুলনামূলক অধ্যয়ন –

১৯৮৬ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলের প্রাথমিক ফোকাস ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সুবিধার্থে তথ্য প্রযুক্তির বাস্তবায়ন। শিক্ষক শিক্ষার পুনর্গঠন, শৈশবকালীন যত্নের উন্নতি, নারীর সমতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার উন্নতিতে বৃহত্তর মনোযোগ নিবেদিত ছিল। তদুপরি, এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাগত পরিষেবাগুলির বর্ধিতকরণকে সহজতর করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি ১৯৮৬) শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মসংস্থান দক্ষতার বিকাশে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। উপরন্তু, এটি পেটেন্ট এবং পণ্ডিত প্রকাশনার মতো একাডেমিক ফলাফল তৈরিতে কার্যকরভাবে অবদান রাখে না। ২০20 সালের জাতীয় শিক্ষা নীতি ((এনইপি) স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই বহু-বিষয়ক এবং ক্রস-ডিসিপ্লিনারি শিক্ষাকে উত্সাহিত করার উপায় হিসাবে উদার শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার ধারণা তুলে ধরেছে। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হল পূর্ববর্তী (এনইপি-এর ত্রুটিগুলি সমাধান করা এবং আরও ব্যাপক শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা প্রদান

করা। সারণি ২ প্রাথমিক ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষা নীতির তুলনায় ২০২০ জাতীয় শিক্ষা নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি নির্বাচন করার জন্য করা পরিবর্তনগুলির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি স্কুল শিক্ষার বিদ্যমান ১০+২ পদ্ধতিতে একটি পরিবর্তনের রূপরেখা দেয়। এই পরিবর্তনের সাথে একটি নতুন শিক্ষাগত এবং পাঠ্যক্রমিক পুনর্গঠন জড়িত, যাকে ৫+৩+৩+৪ বলা হয়, যা ৩-১৮ বছর বয়সের সীমাকে কভার করে, যেমনটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। বর্তমান ১০+২ শিক্ষাগত কাঠামো ৩-৬ বছর বয়সের শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে না, কারণ এটি ৬ বছর বয়সে ক্লাস ১ থেকে শুরু হয়। বর্তমান ৫+৩+৩+৪ কাঠামো প্রাথমিক শৈশব যত্নের জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং শিক্ষা (ECCE) ৩ বছর বয়সে শুরু হয়। এই অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য সামগ্রিক শিক্ষা, উন্নয়ন এবং কল্যাণ বৃদ্ধি করা।

সারণি ১ : জাতীয় শিক্ষা নীতি ১৯৮৬ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ এর তুলনা সুপারিশ এবং ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রমিক নং	জাতীয় শিক্ষা নীতি ১৯৮৬	জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০
০১	শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা	উদ্দেশ্যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি এবং ইন্টারডিসিপ্লিনারি লিবারেল শিক্ষা প্রদান করা।
০২	১০ (৫+৩+২)+২+৩+২ এর সাধারণ শিক্ষা কাঠামো অনুসরণ করা হয়।	সাধারণ শিক্ষা কাঠামো ৫+৩+৩+৪+৪+১ প্রস্তাবিত
০৩	প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তর হিসাবে একটি শিশুর ৬ তম বছরে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।	প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা একটি ফাউন্ডেশন পর্যায় হিসাবে একটি শিশুর ৩য় বছরে শুরু হয়
০৪	পৃথকভাবে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দুই বছর এবং প্রাক–বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের দুই বছর বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রতিটিতে বোর্ড পরীক্ষা ছিল	দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এবং দুই বছরের প্রাক–বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়গুলি চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে ক্লাব দ্বারা মনোনীত করা হয়েছে। ১০ তম এবং ১২ তম স্তরে বোর্ড স্তরের পরীক্ষাগুলি বাদ দিয়ে স্কুল স্তরে পরীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৫	শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দুই বছরের জন্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রে এবং	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় চার বছরের জন্য সাধারণ বিষয় এবং নির্বাচনী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিকল্পটি উদার শিক্ষা

	বৈজ্ঞানিক বিষয় বা বাণিজ্যিক বিষয় বা কলা বিষয় নির্বাচন করে।	নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
০৬	স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় ভর্তিই এনআইটি এবং মেডিকেল স্কুল বাদে কলেজ বা রাজ্য স্তরে পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে	সমস্ত পাবলিক HEI স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ভর্তি জাতীয় স্তরে সম্পাদিত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) স্কোরের উপর ভিত্তি করে।
০৭	স্নাতক প্রোগ্রাম তিন থেকে চার বছরের জন্য।	আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামগুলি চার বছরের জন্য একটি ডিপ্লোমা সহ এক বছর পরে, একটি অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা সহ দুই বছর পর, পাস ডিগ্রি সহ তিন বছর পরে এবং প্রকল্প ভিত্তিক ডিগ্রি সহ চার বছর পরে প্রস্থান করার বিধান রয়েছে।
০৮	স্নাতকোত্তর শিক্ষা স্পেশালাইজেশন ফোকাস সহ দুই বছরের	স্নাতকোত্তর শিক্ষা আরও বিশেষায়িত এবং গবেষণা ফোকাস সহ এক থেকে দুই বছরের।
০৯	অনেক HEI কলেজ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে অধিভুক্ত এবং কোন পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষার স্বায়ত্তশাসন নেই	উভয় HEI, স্কুলের মতো, স্বাধীন এবং পাঠ্যক্রম নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুমোদিত কলেজ থাকবে না এবং স্বায়ত্তশাসন ও মূল্যায়ন হবে।
১০	পরীক্ষাটি শিক্ষাদান থেকে আলাদা। পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন উভয়ই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষার্থীদের সরাসরি মূল্যায়নে শিক্ষকতা শিক্ষকদের ভূমিকা সীমিত	পরীক্ষাটি মূল্যায়নের একটি ধারাবাহিক পদ্ধতির অংশ। যে ফ্যাকাল্টির সদস্যরা একটি বিষয় শেখান তারা মূল্যায়নের জন্য দায়ী এবং পরীক্ষাগুলি বিভাগীয় বিষয়।
১১	শিক্ষণ শেখার পদ্ধতিটি মূলত শ্রেণীকক্ষ এবং মাঠের কাজের নির্দেশের উপর নির্ভর করে	শিক্ষণ-শেখানো পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে শ্রেণীকক্ষে নির্দেশনা, ফিল্ডওয়ার্ক এবং গবেষণা অধ্যয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
১২	উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ছাত্র-অনুষদ অনুপাত ২০:১।	উচ্চ শিক্ষা খাতে প্রত্যাশিত ছাত্র অনুষদ অনুপাত ৩০:১।
১৩	HEI অনুষদের সদস্যরা ছাত্রদের যোগ্য করে তোলার জন্য শিক্ষিত করার সহায়ক হিসাবে পরিচিত।	HEI অনুষদের সদস্যরা ছাত্রদের শেখানোর জন্য এবং তাদের উদ্ভাবক এবং উদ্ভাবনী চিন্তাবিদ তৈরি করতে সহযোগী এবং গাইড হিসাবে পরিচিত।

১৪	শিক্ষার্থীদের তাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে।	বাইরে এবং তাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে।
১৫	এম.ফিল পর্যন্ত এক বছরের অধ্যয়নের ডিগ্রি যেকোনো বিষয়ে, যেকোনো বিষয়ে গবেষণা করার জন্য প্রাথমিক অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়।	এম.ফিল পর্যন্ত এক বছরের অধ্যয়নের ডিগ্রি যেহেতু শিক্ষার্থীদের যেকোনো বিষয়ে প্রাথমিক অধ্যয়ন করা হয়, তাই তাদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের পর থেকে যেকোনো বিষয়ে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
১৬	যে কোনো তিন ধরনের HEI-তে সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মাস্টার্স ডিগ্রি সহ NET/SLET-এ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে পাস করুন।	পিএইচ.ডি. সহকারী অধ্যাপক হওয়ার জন্য HEI-এর তিনটি ফর্মে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র হিসাবে নেট/SLET পাস করার পাশাপাশি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক।
১৭	ইউজিসি বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে গবেষণা তহবিলের সহায়তা প্রধানত কলেজের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য।	ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে গবেষণা তহবিলের সহায়তা গবেষণা প্রস্তাবের ন্যায্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিন ধরনের HEI-তে সমানভাবে বিতরণ করা হবে।
১৮	শুধুমাত্র তহবিল এবং সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য HEI-এর স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক।	কাজ করতে এবং ডিগ্রি প্রদানের জন্য, HEI স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক। অবিচ্ছিন্ন পরিষেবার জন্য, বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি প্রতি পাঁচ বছরে একবার বাধ্যতামূলক।
১৯	অনুষদের কর্মক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা পদোন্নতির সাথে যুক্ত কিন্তু ক্ষতিপূরণের সাথে যুক্ত নয়।	অনুষদের কর্মক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা পদোন্নতি এবং ক্ষতিপূরণের সাথে যুক্ত।
২০	পছন্দ ভিত্তিক ক্রেডিট সিস্টেমে।	স্টেম এবং দক্ষতা ভিত্তিক ক্রেডিট সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে উদার শিক্ষা।
২১	শুধুমাত্র অনুমোদিত এবং অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন দূরত্ব শিক্ষা প্রদান করতে পারে।	ODL অফার করার জন্য স্বীকৃত HEI-এর তিনটি ফর্মই ODL অফার করতে হবে।
২২	প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে, সামাজিক অংশগ্রহণ যেকোনো ছাত্রের জন্য ঐচ্ছিক।	প্রতিটি স্নাতকের জন্য, সামাজিক অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং প্রোগ্রামের পুরো দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে একটি পূর্ণ সেমেস্টারের সমতুল্য হওয়া উচিত।
২৩	কিছু প্রোগ্রামে, পার্শ্বীয় এন্ট্রি দেওয়া হয়। তবুও	মেডিকেল এবং প্যারামেডিক্যাল ক্লাসে একাধিক প্রবেশপথ এবং একাধিক প্রস্থান

	কোন একাধিক প্রবেশপথ এবং একাধিক প্রস্থান পরিষেবা নেই, চিকি□সা সহ	পরিষেবা পাওয়া যায়, এমনকি স্নাতকের অধীনেও
২৪	বই ও জার্নাল সহ ভৌত লাইব্রেরি সুবিধার উন্নতির জন্য পরামর্শ	অনলাইন বই ও অনলাইন জার্নাল সহ অনলাইন লাইব্রেরি সদস্যপদ উন্নত করার পরামর্শ।
২৫	কোন পদ্ধতিগত এবং খাঁটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে বিজ্ঞান সহায়তা সংস্থা নেই	ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (NRF) সব ধরণের এবং সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক এবং কল্পনাপ্রসূত গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

৬.১ উন্নতির ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা নীতির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য, প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত। অবকাঠামো শক্তিশালী করা, ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার মান পর্যবেক্ষণ করাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৬.২ বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ: এনইপি ২০২০ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রয়োজন। জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সকল স্তরে নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন করা উচিত। নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি করার জন্য একটি নিবেদিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন: এনইপি ২০২০ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো অত্যাবশ্যক। সরকারের উচিত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পদ রয়েছে। এই প্রদান অন্তর্ভুক্ত প্রযুক্তি-সক্ষম শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার এবং ক্রীড়া সুবিধা।

৬.৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন: এনইপি ২০২০ শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। শিক্ষকদের শিক্ষাগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে তাদের উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি, আইসিটি একীকরণ এবং মূল্যায়ন কৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.৫ প্রযুক্তি ইন্টিগ্রেশন: নীতি শিক্ষায় প্রযুক্তির তা□পর্য স্বীকার করে। এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য, শ্রেণীকক্ষে প্রযুক্তিকে একীভূত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবস্থা, উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং মানসম্পন্ন ডিজিটাল সামগ্রীতে অ্যাক্সেস। শিক্ষাদান ও শেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৬.৬ বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন: এনইপি ২০২০ মূলধারার পাঠ্যক্রমের সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের একীকরণের উপর জোর দেয়। শিক্ষার্থীদের

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং ইন্টার্নশিপ প্রদানের জন্য শক্তিশালী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং শিল্পের সাথে অংশীদারিত্ব তৈরি করার প্রচেষ্টা করা উচিত। এটি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সাহায্য করবে।

৬.৭ অন্তর্ভুক্তি এবং সমতা: এনইপি ২০২০ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রচার করে এবং সকল ছাত্রদের সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্য রাখে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী শিশু এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। মানসম্মত শিক্ষায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং তারা যে কোন বাধার সম্মুখীন হতে পারে তা মোকাবেলা করতে হবে। গবেষণা এবং উদ্ভাবন: নীতিটি শিক্ষায় গবেষণা এবং উদ্ভাবনের প্রচারের উপর জোর দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য তহবিল ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।একাডেমিয়া, শিল্প এবং গবেষণা সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা উদ্ভাবন চালানো এবং বাস্তব-বিশ্বের শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

৬.৮ বৈশ্বিক সহযোগিতা: এনইপি ২০২০ শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিনিময় কর্মসূচিকে উৎসাহিত করে। জ্ঞান আদান-প্রদান, অনুষদ বিনিময়, এবং সহযোগিতামূলক গবেষণার সুবিধার্থে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা উচিত।

এনইপি ২০২০-এর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি আশাব্যঞ্জক। এর ছাত্র-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে, সামগ্রিক বিকাশের উপর ফোকাস, এবং প্রযুক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়নের একীকরণের সাথে, নীতিটি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা রাখে। যাইহোক, এর সফল বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টা, স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সহযোগিতা এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন নিশ্চিত করতে ক্রমাগত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

REFERENCES

[1]. "AIEEE". HRD Ministry. Archived from the original on 13 July 2012. Retrieved 15 July2012.

[2]. Chopra, Rithika (2 August 2020). "Explained: Reading the new National Education Policy 2020". The Indian Express.

[3]. D P Sharma on "The Challenges in Indian Education System". Eduvoice| the Voice of Education Industry. 25 May 2020.

[4]. Final National Education Policy 2020 (PDF) (Report). Ministry of Human Resource

Development.

[5]. Jebaraj, Priscilla (2 August 2020). "The Hindu explains| what has the National Education Policy 2020 proposed?" The Hindu. ISSN 0971-751X

6]. Mattoo, Amitabh (16 November 2019). "Treating education as a public good". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 21 November 2019.

[7]. National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/nep/ NEP Final English.pdf referred on 10/08/2020.

[8]. National Education Policy 2020: All You Need to Know". The Times of India.

[9]. NCERT" (PDF). National Council of Educational Research and Training. Retrieved 12 July 2009.

[10]. "National Informatics Centre" (PDF). National Informatics Centre: 38–45. Archived from the original (PDF) on 31 July 2009. Retrieved 12 July 2009.

[11]. National Informatics Centre". PDF. National Informatics Centre: 38–45. Retrieved 12 July 2009.

[12]. National Education Policy 1986". National Informatics Centre. pp. 38–45. Archived from the original on 19 June 2009. Retrieved 12 July 2009.

[13]. National Education Policy 1986". National Informatics Centre. pp. 38–45. Retrieved 12 July 2009.

[14]. National Policy on Education, 1986 (As modified in 1992)" (PDF). HRD Ministry. Archived from the original (PDF) on 26 November 2010. Retrieved 3 March 2011.

15]. New Education Policy 2020 HIGHLIGHTS: HRD Ministry New National Education Policy Latest News, MHRD NEP Today News Update".

Retrieved 29 July 2020. [16]. Nandini, ed. (29 July 2020). "New Education Policy 2020 Highlights. School and Higher Education to see major changes". Hindustan Times.

[17]. "State education boards to be regulated by national body: Draft NEP". The Times of India. Retrieved 21 November 2019.

[18]. Shukla, Amandeep (29 July 2020). "New Education Policy 2020: NEP moots professional standards for teachers". Hindustan Times.